EUROPE IN TRANSITION: EUROPEAN UNION

STUDY MATERIALS FOR PLSA-SEMESTER-IV
CORE COURSE-9, MODULE-I, TOPIC-2
FROM MR. VIVEKANANDA ROY
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

EUROPEAN UNION (E.U.)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক সংহতির বিষয়টি খুবই তাৎপর্যবাহী। আসিয়ান বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংগঠন, সার্ক বা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সহযোগিতা সংস্থা, ই. ইউ. বা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন হল কোন একটি মহাদেশীয় অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক সংঘবদ্ধতার উদাহরণ। বস্তুত, এইরকম সংঘবদ্ধতায় আবদ্ধ দেশগুলি নিজেদের জাতীয় স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে বিদেশ নীতি নির্ধারণে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিতেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে সেটির পরিচালন ব্যবস্থাটিকেও সুষ্ঠু রূপ দেয়, সেটিকে টিকিয়ে রাখতেও আগ্রহ প্রকাশ করে।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বা E.U.-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৯৩ সালে, ম্যাসট্রিখট (Masstricht) চুক্তি (১৯৯১)-র পর। ১২টি দেশ ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, নিজেদের পার্লামেন্টের সম্মতি পাওয়ার পর। সম্প্রতি ২০০৭ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন-এ স্বাক্ষরিত 'লিসবন চুক্তি'-র মধ্যে দিয়ে সদস্য দেশগুলি ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেয়। এই চুক্তিটি ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে।

উদ্ভব: আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে E.U.-এর উদ্ভব দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এর ঐতিহাসিক যাত্রা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকে শুরু হয়। ফরাসি রাজনীতিবিদ জ্যাঁ মনেত ও রবার্ট শ্যুমান-এর মস্তিষ্ক প্রসূত সংগঠন এটি। সমকালীন বিশ্বে বাণিজ্যের দুটি প্রধান উপাদান কয়লা ও ইস্পাত-এর কথা মাথায় রেখে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা ভাবেন। এটি 'শ্যুমান পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। জার্মানির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রচেষ্টার কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালে গড়ে ওঠে E.C.S.C. বা ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত গোষ্ঠী। পরে এতে যোগ দেয় ইটালি এবং বেনেলাক্স দেশগুলি- বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ। একটিমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলির কয়লা ও ইস্পাত সম্পদকে ক্রয় ও বিক্রয় এবং শিল্প পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা নিয়োজিত হয়। বেসরকারি নিয়ন্ত্রক পর্ষদ দ্বারাই এই সংস্থা পরিচালিত হয়। ১৯৫৭ সালে E.C.S.C. নিজেকে E.E.C. বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে রোম চুক্তির মধ্য দিয়ে, স্থাপন করে Euratom বা ইউরোপীয় আণবিক শক্তি গোষ্ঠী। E.E.C. পরে কেবল E.C. বা 'ইউরোপীয় সংস্থা' হিসাবে পরিচিত হয়, প্রতিষ্ঠা করে একটি অভিন্ন বাজার (Common Market), যেখানে বাণিজ্য পরিচালিত হবে কোনরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া। এর সবগুলিই কার্যকর হয় ১৯৫৮ সাল থেকে। বিশ্বায়নের যুগে 'মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' (FTA) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐ পদক্ষেপ খুবই তাৎপর্যবাহী ছিল। ১৯৮৬ সালের মধ্যে E.C. ১২টি দেশের সংগঠন হয়। পূর্বোক্ত ৬টি দেশ ছাড়াও ধীরে ধীরে ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড ও ডেনমার্ক (১৯৭৩); গ্রীস (১৯৮১) এবং পর্তুগাল ও স্পেন (১৯৮৬) এতে যোগদান করে। ঐ বছর 'অভিন্ন ইউরোপীয় আইন' (Single European Act) প্রণয়ন করে সংঘবদ্ধতার প্রথম ধাপটি অতিক্রম করে। ১৯৯৩ সালে ম্যাসট্রিখট চুক্তি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে E.E.C. রূপান্তরিত হয় E.U.-তে এবং অভিন্ন মুদ্রা ইউরো প্রচলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় (১৯৯৯,১লা জানুয়ারী) ও পরে তা কার্যকর হয় (২০০২,১লা জানুয়ারী)। ঐ সময়ের মধ্যে অস্ট্রিয়া, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড এতে যোগ দেওয়ায় সদস্য সংখ্যা হয় ১৫। ঐ সময় পর্যন্ত মূলত পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্থা ছিল এটি।

সাংগঠনিক কাঠামো: E.U.-এর অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামোটি চমকপ্রদ। এই কাঠামোয় ৫টি অঙ্গ রয়েছে- মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers); কমিশন (European Commission); ইউরোপীয় সংসদ (European Parliament); ইউরোপীয় আদালত (European Court of Justice); এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত সমিতি এবং হিসাব পরীক্ষকমন্ডল (Court of

Auditors)। এইগুলির মধ্যে কমিশন ও মন্ত্রীপরিষদ হল কার্যনির্বাহী তথা নীতি নির্ণায়ক সংস্থা আর পরামর্শদাতার ভূমিকায় রয়েছে সংসদ ও অর্থনৈতিক-সামাজিক সমিতি। এছাড়া রয়েছে ১৫,০০০ সদস্য বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ যাকে 'ইউরোক্র্যাটস' বলা হয়।

সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি: ২০০৪ সালে E.U.-এর সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। পূর্ব ইউরোপীয় ১০টি দেশ, যেগুলি সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল ঠান্ডা যুদ্ধোত্তরকালে, তারা এর সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। ২০০৪ সালে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ আবেদন মঞ্জুর করে সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো হয়। ঐ বছর ব্রাসেলস-এর সম্মেলনে (১৯শে জুন) একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, দক্ষিণ সাইপ্রাস এবং মাল্টা-কে অন্তর্ভুক্ত করে ২৫টি দেশের সংগঠন হয়। এরপর ২০০৭ সালে সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও মন্টেনিগ্রো-কে সদস্য করা হয়। অর্থাৎ, সদস্যসংখ্যা হয় ঐ সময় ২৮। তবে ২০২০ সালের ৩১শে জানুয়ারী ব্রিটেন নিজ পার্লামেন্টে 'Brexit Bill' পাশ করিয়ে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। তাই বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা হল ২৭। সদস্য দেশগুলির মধ্যে ২১টি হল সাধারণতান্ত্রিক এবং ৬টি হল রাজতান্ত্রিক। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-এ এই সংগঠনের সদর দপ্তর অবস্থিত।

সংগঠনের উদ্দেশ্য: E.U.-এর সরকারি ওয়েবসাইটে সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শান্তি বজায় রাখা; একটি সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা স্থাপন; অন্তর্ভুক্তিকরণ জারি রাখা এবং বৈষম্যকে প্রতিহত করা; বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধা ও সীমানাকে ভেঙে ফেলা; প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা; পরিবেশগত সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা সহ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজার স্থাপন ও সামাজিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

Eurozone: E.U.-এর পক্ষ থেকে ২০০৫ সালে 'eurozone' স্থাপন করা হয়, যেখানে অবস্থিত দেশগুলি 'ইউরো' মুদ্রা ব্যবহার করে। তাই E.U. ও 'eurozone' এক নয়। বর্তমানের ২৭টি দেশের মধ্যে ১৯টি 'eurozone'-এর অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটেন কোনদিনই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

Schengen Area: E.U.-এর দেশগুলির মধ্যেকার ২২টি দেশ নিজেদের জনগণের এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধ যাতায়াতের জন্য যে মুক্ত ব্যবস্থা অনুসরণ করে তাকেই 'Schengen Area' বলা হয়ে থাকে। লুক্সেমবার্গের Schengen শহরে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ইউরোপের ২৬টি দেশ নিজেদেরকে একই অঞ্চলভুক্ত ঘোষণা করে একবার মাত্র 'ভিসা'-র মাধ্যমে পর্যটকদের অবাধ যাতায়াতের বিষয়টি মেনে নেয়। এছাড়া, E.U.-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন দেশও যেমন- আইসল্যান্ড, লিখটেনস্টেইন, নরওয়ে ও সুইডেনও এইরকম অঞ্চলের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, পৃথক 'পাসপোর্ট' ও পৃথক 'ভিসা' ছাড়াই এই দেশগুলির মানুষ নিজেদের মধ্যে মুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারে।

মূল্যায়ন: একটি ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের যে স্বপ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্যাঁ মনেত ও রবার্ট শ্যুমানরা দেখেছিলেন তার ক্রমবাস্তবায়ন ঘটে চলেছে। ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তি, ১৯৯১-এর ম্যাসট্রিখট চুক্তি, ১৯৯৯ সালে ইউরোর প্রচলনের প্রস্তাব গ্রহণ ও ২০০২ সালে তা কার্যকর করা, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা, ইউরোপীয় আদালত ও ইউরো পুলিশ-এর প্রচলন, ইউরোপীয় মন্ত্রীপরিষদ গঠন, ইউরোপীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন বা ইউরেটম-এর প্রতিষ্ঠা, ২০০৪ সালে ব্রাসেলস চুক্তির মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধান গ্রহণ ও সদস্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণের প্রয়াস, ২০০৫ সালে 'eurozone'-এর এবং 'Schengen চুক্তি' অনুসারে 'Schengen Area'-র প্রচলনও করে। ২০০৭ সালে 'লিসবন চুক্তি'-র মধ্য দিয়ে আরও সংঘবদ্ধতার শপথ নেয় সদস্য দেশগুলি। অর্থাৎ, একটি অখণ্ড ইউরোপের দিকে যাত্রার অনেকটা পথ অতিক্রম করা গেছে। তবে ২০০৮-০৯ সালের বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দায় গ্রীস সহ বেশ কয়েকটি দেশের অর্থনীতি বেহাল হয়ে পড়লে E.U. ব্যাপক আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু এরপর থেকেই ব্রিটেন ঐরকম কোন আর্থিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে 'Brexit'-এর দাবি জানায় এবং শেষ পর্যন্ত 'Brexit' ঘটে। কিন্তু এতে E.U. তেমন কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না বলেই E.U. কমিশন-এর প্রধান উরসুলা ভন ডার লেয়েন এবং মন্ত্রীপরিষদের প্রধান চার্লস মাইকেল মতপ্রকাশ করেছেন।

রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এখনও E.U.-এর সদস্য হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখায়নি। ফলে পূর্ব ইউরোপের একটি বড় ভূখন্ড এই আঞ্চলিক সংহতির বাইরে রয়ে গেছে। তাই, সামরিক শক্তিগত ক্ষেত্রেও দুর্বলতা থেকে গেছে। আবার, একটি সামরিক ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রকাশ বা একটি বিদেশনীতির উপস্থাপক হিসাবে E.U.-এর অগ্রগতি খুব উল্লেখযোগ্য।

এতদসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, E.U. কোনো অতিজাতীয় (Supranational) সংগঠন নয়। এটি সদস্য দেশগুলির সার্বভৌমিকতা এবং ভূখন্ডগত অখন্ডতায় আস্থা রাখে এবং কোনোভাবেই সংগঠনের ইচ্ছা সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেয় না। 'লিসবন চুক্তি'-তেই সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাই ব্রিটেন সদস্যপদ ত্যাগ করতে চাইলে E.U. বাধা দেয়নি। অন্যদিকে, অনেক নতুন দেশ সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এইসব ঘটনাগুলি E.U.-এর সফলতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।